প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিদের মুল্যায়ন পদ্ধতিতে ২০২০ ও ২০২১ থেকে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে।

মুল্যায়ন কি?
মুল্যায়ন শিক্ষা বছরের একটি গুরুত্বপুর্ন অংশ

মুল্যায়নের প্রয়োজন কি?
বাচ্চারা যা শিখছে তার মুল্যায়ন করা।
বাচ্চাদেরকে উন্নতিতে সহায়তা করা।
ভাল ফলাফল পেতে এবং সেরা উপায়ে বড় হতে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২০ / ২০২১ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিদের মুল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে (৬ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত) এটি আর সংখ্যায় বর্নিত হবে না। তবে চারটি শিক্ষার স্তরের ভিত্তিতে হবে।

কেন মুল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্ত আনা হবে?
নতুন আইন অনুযায়ি শিক্ষার্থিদেরকে আর নাম্বার দিয়ে মুল্যায়ন করা হবে না।
তবে অবশ্যই তাদের দক্ষতার মুল্যায়ন করতে হবে, তারা কি জানলো, কি শিখলো এবং এই জানা ও শিক্ষা থেকে তারা কি অর্জন করলো।
শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া, শেষ গন্তব্য নয়। তাই এটিকে শুধু নাম্বার দিয়ে মুল্যায়ন করা উচিৎ হবেনা।

নতুন মুল্যায়ন পদ্ধতিতে কি কি থাকছে -
নিয়মানুবর্তিতাঃ অধ্যয়নের বিষয়, ইতালিয়ান, ইতিহাস, ভুগল, গনিত।
শিক্ষার উদ্দেশ্যঃ গুরত্বপুর্ন বিষয় সমুহ শিক্ষার্থিদেরকে শিখতে হবে (যেমন প্রথম শ্রেনির একজন শিক্ষর্থিকে জানতে হবে কি করে সাদা কাল একটি চিত্রকে রঙ্গিন করতে হয়। মুল অক্ষরের শব্দ গুলো সনাক্ত করা এবং লেখা ইত্যাদি)।
শিক্ষার স্তরঃ শিক্ষার্থিরা কিভাবে শিখছে।
বর্ননা মুলক রায়ঃ শিক্ষার্থিদের জ্ঞান এবং শিক্ষার বিবরন যা গ্রেডকে প্রতিস্থাপন করে।
ক্যাথলিক ধর্ম বা বিকল্প বিভাগের শিক্ষার মুল্যায়ন।

এটি নির্ধারিত একটি মুল্যায়ন ব্যবস্থা। ব্যবস্থা গুলো নিম্নরুপ -
চমৎকার, সতন্ত্র, ভাল, ন্যায্য, পর্যাপ্ত, পর্যাপ্ত নয়।

আচরন বা চরিত্রের মুল্যায়নটি পুর্বের মতোই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

শিক্ষার মুল্যায়নের স্তর গুলি হলঃ
* উন্নত
* মধ্যম
* মৌলিক ও
* প্রথম অধিগ্রহনের প্রক্রিয়া / বিশেষ বিবেচনা

প্রক্রিয়া গুলি যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় -
শিক্ষার্থিদের শিখার স্তরগুলি পরিস্থিতির ধরনের দ্বারা নির্ধারন করা হয়।
যেমনঃ
* কোন একটি বিষয়ে বাচ্চারা যা জানে বা যা নতুন।
* যে মাধ্যম বা যুক্তিগুলো বাচ্চারা ব্যবহার করে।
* সে কি তার বাড়ির কাজ গুলো একাই করে? নাকি শিক্ষকের সহায়তা দরকার হয়।
* সে কি বাড়ির কাজ নিয়মিত সম্পাদন করে?

উন্নতঃ এই স্তরের শিশুরা অনেকগুলো মাধ্যম ব্যবহার করে। নতুন বিষয় হলেও শিক্ষকের দেয়া কাজগুলো একাকী সম্পাদন করতে তক্ষম হয়।

মধ্যমঃ যদি শিশু ইতিমধ্যে করনিয় বিষয়গুলো জেনে থাকে তবে নিজেই কাজগুলো সম্পাদন করতে পারে, কিন্তু যদি শিশু বিষয় গুলো না জেনে থাকে, তাহলে শিক্ষকের সহায়তা প্রয়োজন হয়।

মৌলিকঃ শিশু যদি কেবল মাত্র শিক্ষকদ্বারা প্রস্তুত কার্ড ব্যবহার করে কাজ করতে পারে, আবার কখনো কখনো সে বাড়ির কাজ নিজেই করতে পারে, কিংবা মাঝেমধ্যে শিক্ষকের সহযোগিতা দরকার হয়।

প্রথম অধিগ্রহন / বিশেষ বিবেচনা প্রক্রিয়াঃ
যে সকল শিশুরা শিক্ষকের দেয়া কাজগুলো শিক্ষকের সহায়তায় করতে পারে এবং সহজ কাজগুলো করতে পারে।

বিঃদ্রঃ প্রতিবন্ধি শিশুদের জন্য শিক্ষার স্তর পরিবর্তন হয় না।

পরিশেষে মুল্যায়ন কর্মটি যে রকম হবেঃ
* কোন নাম্বারের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ হবে না
* শিক্ষার্থিদের শিক্ষার উন্নতি এবং অগ্রগতিই হবে ফলাফল
* চারটি স্তর ব্যবহার করে ফলাফল / মুল্যায়ন করা হবে
* এবং চারিত্রিক বা আচরনের একটি মুল্যায়ন করা হবে